লিপি
শিলিগুড়ি, বুধবার, ৩০ আগস্ট ২০১৭
Siliguri•Wednesday•August 30, 2017
Arthik Lipi, Page 3

তুলির টানে সাজছেন মা...

ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি

ভাসান বিতর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তোপ সিপিএমের

বিসর্জন ও মহরম একসঙ্গে হতে পারে না কেন, প্রশ্ন ইয়েচুরির

স্টাফ রিপোর্টার: বিসর্জন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের যে সিদ্ধান্ত তাতে রাজ্যে সম্প্রীতি রক্ষা হবে না বলেই মনে করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তাঁর প্রশ্ন, 'বিসর্জন ও মহরম একসঙ্গে হতে পারে না কেন?' মঙ্গলবার আলিমুদ্দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিসর্জন বিতর্কে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'রাজ্য সরকার যেটা করছে তাতে সম্প্রীতি রক্ষা হতে পারে না। যদি দু'টি উৎসব একসঙ্গে হয়, তবেই সম্প্রীতি রক্ষা হতে পারে। তার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে।' সীতারাম ইয়েচুরির আরও সংযোজন, 'গত বছরও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই ধরনের সিদ্ধান্তে সমাজে বৈষম্য তৈরি হয়। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।' তাঁর দাবি, 'বাম আমলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়নি। ৩৪ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎসবও একসঙ্গে হয়েছে।' কীভাবে দু'টি উৎসব করা যেত তার পথও বাতলে দিয়েছেন সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য। তাঁর বক্তব্য, 'দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের ডাকা যেত। আলোচনা করে কোন শোভাযাত্রা কোন পথে যাবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত।'

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পুজো নিয়ে নেতাজি ইন্ডোরে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিরাপত্তা নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সম্প্রীতি রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, একাদশীর দিন মহরম থাকায় বিসর্জন বন্ধ থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় প্রবল আপত্তি তোলে বিজেপি। এই বিষয়কে হাতিয়ার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগতেও আরম্ভ করে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল যেভাবে চলছে তাতে রাজ্যে 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা'র পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেই মনে করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর কথায়, ' রাজ্যে বিজেপি ও তৃণমূল মেরুকরণ করার চেষ্টা করছে ভোটের জন্য। রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। এটা বিপজ্জনক।' তিনি বলেন, 'তৃণমূল সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি করছে। আর বিজেপি তো সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করছেই। এই পরিস্থিতে ধর্মনিরপক্ষেতা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করাই আমাদের লক্ষ্য।' এদিন ছিল সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক। সেখানেও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান সীতারাম ইয়েচুরি। বিহারে বিরোধীদের জনসভায় কেন সিপিএম অংশ নেয়নি তার ব্যাখ্যাও দেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক।

তিনি বলেন, 'বিহারে যে সভা হয়েছিল তা মহাজোটের লক্ষ্য নিয়েই হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন মহাজোট নিয়ে ভাবছি না। বিজেপি-আরএসএস যে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করছে তার বিরুদ্ধে মানুষকে নিয়ে লড়াইয়ের উপরই জোর দিচ্ছি।'

বিমল গুরুং ছাড়া বৈঠক সফল হবে না, মত দিলীপ ঘোষের

স্টাফ রিপোর্টার: বিমল গুরুংয়ের অনুপস্থিতিতে পাহাড় বৈঠকের পরিণতি খারাপ হতে পারে। এমনই আশঙ্কা বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। তাঁর মন্তব্য, 'আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, এটা কোনও রাজ্যের সমস্যা নয়। এটা দেশের সমস্যা। এই সমস্যা মেটানোর জন্য সবকটি দলের মতামত নেওয়া প্রয়োজন।' এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'বৈঠক যদি লোক দেখানো হয় তাতে কোনও লাভ হবে না। পাহাড়ের সর্বজনগ্রাহ্য নেতা বিমল গুরুংকে বাদ দিয়ে বৈঠক করলে তা বিফলে যাবে।' দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'পাহাড়ে অনেকদিন ধরেই সমস্যা চলছে। মানুষের কষ্ট বেড়েছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ। এই অবস্থায় সকলেই পাহাড়ে শান্তি চাইছে। কিন্তু গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও তৃণমূলের রাজনীতির জন্য সমস্যা লেগে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সমাধানের কাজ শুরু হয়েছে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, 'খোলা মনে বসে সবাই সমাধান খুঁজুক। বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু গুরুংকে কম জোর করার জন্য যদি ওখানে রাজনীতি হয় তাতে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে।' প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে সপারিষদ বিনয় তামাং যোগ দেওয়ায় পাহাড়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এমনকি বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে তামাংয়ের দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলেও খবর।

বৈঠকের আগের দিন গোপন ডেরা থেকে বিনয় তামাংয়ের নাম না করে তাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেও মন্তব্য করেছেন মোর্চা সুপ্রিমো। তবে বিমল গুরুংয়ের অজ্ঞাতবাসের কারণে বর্তমানে মোর্চার রাশ অনেকটাই যে এখন বিনয় তামাংয়ের হাতে, তা মেনে নিচ্ছে পাহাড়ের রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, বিমল গুরুংকে এড়িয়ে বিনয় তামাংকে গুরুত্ব দেওয়া আসলে মোর্চা সুপ্রিমোকেই পাহাড়ের মাটিতে গুরুত্বহীন করে দেওয়া। তবে বিজেপি যে এখনও মোর্চা সুপ্রিমোর পাশেই আছে এদিন নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

মানসিক অসুস্থতাই কেড়ে নিল সাউথ পয়েন্টের মেধাবী ছাত্রের প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার : এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করল কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, দেবেন্দ্র নারায়ণ ব্যানার্জী রোডে একটি বাড়ি থেকে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বছর ১৮-এর ওই ছেলেটির দেহ উদ্ধার করে নিকটবর্তী রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, সাউথ পয়েন্টের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শ্রীজন চৌধুরির এইভাবে আত্মহত্যা কারণ নিয়ে প্রাথমিক ভাবে নানা সন্দেহ ঘণীভূত হয়। তার মায়ের দাবি সোমবার রাতে শ্রীজন ও তার এক বন্ধু একটি ভূতের সিনেমা দেখেছিল। ওই সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগতে থাকে। এবং রাতে সকলের চোখের অলক্ষ্যে এই ঘটনা ঘটায়। এদিকে বাড়িতে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া না যাওয়ায় তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। তবে পুলিশ সূত্রের খবর, পড়াশুনোয় ভাল হলেও দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল সে। এর জন্য তাকে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও পরিবারের তরফ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছিল বলেও পরিবারের তরফ থেকে তদন্তকারী আধিকারিকদের জানানো হয়েছে। তবে শ্রীজনের মৃত্যুতে কোনও অভিযোগ স্থানীয় কালীঘাট থানায় জানায়নি তার পরিবার। এছাড়া মৃতের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দিল্লিতে গ্রেফতার চিটফান্ড কর্তা

স্টাফ রিপোর্টার : নয়া দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দর থেকে ভিবজিওর গ্রুপের কর্তা রাজা ভদ্রকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ভিবজিওর গ্রুপের চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজা ভদ্রের বিরুদ্ধে এন্টালি থানায় একটি প্রতারণার অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে তার সন্ধান চালানো হচ্ছিল। হুলিয়াও জারি করা ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দর থেকে বলে জানান কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান বিশাল গর্গ। ২০১৫ সালের মে মাসে রাজারহাটে একটি ফ্ল্যাট বিক্রির নাম করে সুনজির সাহার কাছ থেকে ৮ লাখ ২৭ হাজার টাকা নেয় রাজা ভদ্র। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পরেও ফ্ল্যাট না পাওয়ায় পুলিশের দ্বারস্থ হন এজেসি বোস রোডের বাসিন্দা সুনজির। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন থানাতেই তার নামে একাধিক প্রতারণা মামলা রয়েছে। এতদিন ফেরার ছিলেন রাজা ভদ্র।

মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে বই প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার: মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চাকে কেন্দ্র করে 'মধ্যযুগে বাঙালির শব্দকোষ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন বর্ধমান জেলার বিধায়ক তথা সাহিত্যবিদ ড:রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বইটি প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বই প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এই বইটি শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চা যারা করেন তাদের জন্যই নয়, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য। পরিবর্তন তো শুধু শাসন পরিবর্তনে আসে না ,সাহিত্যেও আসে, সংস্কৃতিতেও আসে'। শিক্ষামন্ত্রীর আরও সংযোজন, '২৫ বছরের প্রচেষ্টায় সাহিত্যকে সঠিকভাবে চর্চা করে ড:রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে বাঙালির কাছে পৌছে দিলেন। বাঙালির পরম্পরাকে তুলে ধরেছেন এই বইটিতে'। বইটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য, ' মধ্যযুগের ইতিহাসে এমন অনেক তথ্য আছে যা বাঙালির এখনও কাছে অজানা। এই বইটির মাধ্যমে সেই সময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারবেন আগ্রহী পাঠকরা' । এদিনের অনুষ্ঠানে পুস্পস্তবক দিয়ে প্রত্যেক অতিথিকে বরণ করা হয়।

নারদ কাণ্ডে শোভনকে তলব সিবিআইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ কাণ্ডে এবার কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়কে তলব করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে তলব করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আজ তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আগে স্টিং কাণ্ডে ইডির মুখোমুখি হয়েছিলেন মেয়র। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এবার জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মেয়রকে তলব করেছে সিবিআই। সোমবারই সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা নারদ কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে।

নেতাজি নগরে এক গৃহবধূর মৃত্যুতে তদন্ত শুরু কলকাতা পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার : বারানসীর অদিতির ঝুলন্ত দেহ

উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় নেতাজিনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, বছর ২৬-এর অদিতি মিশ্রর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাদের নেতাজিনগরের ফ্ল্যাট বাড়িতে। তার দেহ নামিয়ে এনে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যায় তার স্বামী আশিস ভাস্কর। সেখানে চিকিৎসকরা অদিতিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে অদিতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সন্দেহের তির আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রিলেশনশীপ ম্যানেজার আশিসের দিকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে ৪০২/১ এনএসসি বোস রোডে মালঞ্চ অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচ তলায় অদিতিদের ফ্ল্যাট থেকেই। সেখানে অদিতি ও আশিসের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির উল্লেখ করেছে সে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই বিয়ে হয় বারানসীর অদিতির সঙ্গে পাটনার আশিসের। এরপর থেকে তারা কর্মসূত্রে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অদিতিকে বিয়ের পর থেকেই পনের জন্য অত্যাচার করা হচ্ছিল বলে সে সুইসাইড নোটে লিখে গেছে বলে তদন্তকারী আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে। বারানসীতে অদিতির বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করছে কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা। স্থানীয় থানার পুলিশের সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আশিস ভাস্করকে।

প্রসঙ্গত, গত এক মাসে শহরে একের পর এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই পণের বলি হতে দেখা গেছে মেয়েদের। সমাজ উন্নত হলেও এখনও খাস শহর কলকাতার বুকে পণ প্রথার বলি হচ্ছে মেয়েরা।

এইসব ঘটনার এক সুস্থ সুরাহা করতেই গত রবিবার কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে বেশ কয়েক যুবক আগের বহুল চর্চিত বধূ হত্যা দেবযানী বণিকের ঘটনার বিবরণ ও তদন্ত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণিত হয়। সচেতনতার পাশাপাশি পণ প্রথা যে গর্হিত এবং অপরাধীদের যে কোনও ভাবেই রেয়াত করা আগেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না তাই পুনরায় হুঁশিয়ারি দেয় কলকাতা পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়াকে বিভিন্ন সচেতনতার প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এরমধ্যেও বারানসীর অদিতির মৃত্যুতে ফের প্রশ্নের মুখে সমাজ ও সমাজবদ্ধ জীবেরা।

ডেঙ্গু ও অজানা জ্বরে মৃত্যু-মিছিল, দক্ষিণ দমদম পুরসভা নির্বিকার

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ দমদমে আবার অজানা জ্বরে মৃত্যু হল এক শিশুর। আজ সকালে পূর্ব সিঁথির কাছে মধুগড়ে বসবাসকারী ঐশী পাল নামে ৮ বছরের একটি শিশু অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঐশীর মৃত্যু ডেঙ্গুতে হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই সে জ্বরে ভুগছিল। এরপর স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ সকালে তার মৃত্যু হয়। তাকে এই নিয়ে বেসরকারি মতে, ১২, ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রায় ১৫ জনের মৃত্যু হল। যা দক্ষিণ দমদম পুরসভা মানতে নারাজ। স্বাস্থ্য বিভাগের পুর পারিষদের গোপা পাণ্ডের পদত্যাগ দাবি করে পূর্ব সিঁথির বাসিন্দারা দমদম রোড অবরোধ করেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভা মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ। যার জেরে প্রতি বছর ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগের উপদ্রব মহমারির আকার নেয়। গত বছরের মতো এ বছরও ডেঙ্গুর প্রভাব রয়েছে সারা দক্ষিণ দমদমে। কিন্তু পুরসভা ডেঙ্গু না আটকে ডেঙ্গুর খবর ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত। তাদের আরও অভিযোগ স্থানীয় সমস্ত সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পুরসভার মৌখিক নির্দেশ রয়েছে যাতে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলেও কারণ কোনওভাবেই ডেঙ্গু না লেখা হয়। যদি পুরসভা আগে থেকে ব্যবস্থা নিত তাহলে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের উপদ্রব কম ছড়াত। এর আগে বামপন্থী ছাত্র যুবরা মশাবাহিত রোগের উপদ্রব সম্পর্কে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুরপ্রধান পাচু রায় তা নিতে অস্বীকার করেন। এমনকি বিজেপি ডেপুটেশন দিতে গেলে পুরপ্রতিনিধি কেয়া দাস দলবল নিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালায়।

অর্ধশতবর্ষ পেরোল ইন্ডিয়ান অয়েলের মৌড়িগ্রামস্থিত টার্মিনাল

স্টাফ রিপোর্টার : ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের শিলিগুড়ি স্থিত টার্মিনালের পর রাজ্যে সংস্থার দ্বিতীয় 'স্মার্ট টার্মিনাল' হিসাবে ঘোষিত হয়েছে মৌড়িগ্রাম স্থিত টার্মিনালের নাম। গত ৮ মার্চ টার্মিনালটি এই শিরোপা পেয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানান হয়েছে। মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে তাদের মৌড়িগ্রাম স্থিত টার্মিনালে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ জেনারেল ম্যানেজার এ মজুমদার, পূর্বাঞ্চলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অলোক কুমার সিং, টার্মিনালের জেনারেল ম্যানেজার জি কে রায় প্রমুখ। এদিন সংস্থার আধিকারিকরা জানান, ৫৬ একর জমি নিয়ে তৈরি মৌড়িগ্রাম টার্মিনালটি এ বছরই অর্ধশতবর্ষে পা রেখেছে।

১৯৬৭ সালে ২৯ একর জমির উপর গড়ে ওঠে এই টার্মিনালটি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন মৌড়িগ্রামের এই টার্মিনালটি পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ টার্মিনাল। এর জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা ১.৫৪ লক্ষ কিলো লিটার।

টার্মিনালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা আরও জানিয়েছেন, সুরক্ষা, মান, স্বচ্ছতা, কার্যপদ্ধতি, আপৎকালীন ব্যবস্থা সহ যাবতীয় বিষয় এখানে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, বিমানের জ্বালানি সহ মোট পাঁচ রকমের জ্বালানি দ্রব্য এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। এই টার্মিনাল থেকে রাজ্যের ছয় জেলা কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়ায় জ্বালানি দ্রব্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি বিমানের জ্বালানি সরবরাহ করা হয় কলকাতা, গয়া ও পাটনা বিমানবন্দরেও। বর্তমানে ভারত সরকারের নির্দেশে অনুযায়ী এই টার্মিনাল থেকে বিএস ৪ শ্রেণির জ্বালানি সরবরাহ করা হয়। ভবিষ্যতে যা বিএস ৬ শ্রেণিতে উন্নিত করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।